The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 39, June 2025, ISSN 1813-0402

হাসসান ইব্‌ন ছাবিত রা. এর কাব্যে রাসূল প্রশস্তি : একটি পর্যালোচনা

[Eulogy of Prophet Muhammad in the Poetry of Hassan ibn Sabit (Ra)]

Md. Neayamul Haque
PhD Researcher, Department of Arabic, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 39, June 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)

DOI:

Received : 17 February 2025
Received in revised: 28 October 2025
Accepted: 13 October 2025
Published: 10 November 2025

Keywords:
Hassan ibn Thabit, Arabic poetry, Eulogy, Prophetic praise

ABSTRACT

Hassan ibn Sabit, a distinguished poet of both the pre-Islamic and Islamic eras, is renowned as the "Poet of the Prophet." While the enemies of Islam composed hateful poetry, the Prophet encouraged his companions to counter them through poetry. Hassan responded with eloquent verses praising the Prophet’s virtues and refuting the infidels. His poetry immortalized the Prophet’s enlightened life, fostering the genre of Al-Madihur Rasul (Prophetic Praise). This article explores the themes and significance of Hassan ibn Sabit’s poetry, emphasizing his undeniable contributions in portraying the Prophet’s praiseworthy qualities through poetic rhythm and artistic expression.

ভূমিকা

রাসূল সা. ছিলেন পৃথিবীবাসীর জন্য পথপ্রদর্শক, উজ্জল আলোকবর্তিকা ও রহমত স্বরূপ। পৃথিবীতে যে সকল ব্যক্তির প্রশংসায় কবিতা রচিত হয়েছে তার মধ্যে রাসূল সা. প্রসঙ্গ সর্বাধিক। আর যে সকল কবি ও সাহিত্যিক রাসূল সা. কে নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন তাদের মধ্যে হাসসান ইব্‌ন ছাবিত রা. ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন রাসূলের সভাকবি। তার কবিতার সংকলন বা দীওয়ানের একটি বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে রাসূল সা. প্রশস্তি। তিনি রাসূলের শারীরিক সৌন্দর্য, মহান চরিত্র, মহৎ গুণাবলি, অলৌকিক ক্ষমতা, মর্যাদা, মাহাত্ম, রিসালাত, তাঁর আদর্শ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি বিষয় শব্দের অভিনব গাঁথুনী, বাক্যের শক্তিশালী গঠন, গতিশীল ও সাবলীল শ্লোকের মাধ্যমে অতি নিপুনতার সাথে কাব্যিক ছন্দে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর কাব্যিক শৈলী অতি স্পষ্ট, প্রাঞ্জল, আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর। তিনি রাসূলের প্রতি অগাধ ভালবাসায় অনুপ্রাণিত হয়ে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন জীবনে মুক্তির প্রত্যাশায় রাসূলের প্রশংসায় কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। পরিচিত হন রাসূলের কবি হিসেবে। আলোচ্য প্রবন্ধে হাসসান ইবন ছাবিত রা.-এর কাব্যে রাসূল প্রশস্তি সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস রয়েছে।

হাসসান ইব্‌ন ছাবিত রা.-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম ও বংশ পরিচয় : আরবী কাব্য সাহিত্যে জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগের এক উজ্জল প্রতিভার নাম হাসসান ইব্‌ন ছাবিত রা.। তিনি আল খাযরাজ গোত্রের বনু আন নাজ্জার শাখায় জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর প্রকৃত নাম হাসসান। আবুল ওয়ালিদ তার প্রসিদ্ধ উপনাম।[২] কবিতার মাধ্যমে কাফিরদেরে অন্তর ক্ষত বিক্ষত এবং মান-সম্মান নষ্ট করে দিতেন বলে তাকে আবুল হুসাম উপনামে ভূষিত করা হয়।[৩] তার পিতার নাম ছাবিত ইবনুল মুনযির। মাতার নাম ফুরাইআহ। কেউ কেউ বলেন, ফুরাইআ বিনতে খালিদা।[৪] তাঁর দাদা আল-মুনযির ছিলেন খুবই উদার ও শান্তিপ্রিয় মানুষ।[৫] হাসসান ইব্‌ন ছাবিত ছিলেন জাহেলী যুগে আনসারদের কবি, নবুওয়্যাতের যুগে রাসূল সা.-এর কবি এবং ইসলামী আমলে সমগ্র ইয়েমেনবাসীর কবি। তিনি হিরা রাজন্যবর্গের চতুর্থ নু'মান ইব্‌ন মুনযিরের প্রশংসায় কবিতা রচনা করে পদক লাভ করেন। রাসূল সা. তাঁর সাহাবী কবিদের মধ্য থেকে হাসসান ইব্‌ন ছাবিত রা. কে সভাকবির মর্যাদা দিয়েছিলেন। তাকে বলা হতো شَاعِرُ الرَّسُوْلِ তথা রাসূলের কবি। রাসূল সা. নিজেও একাগ্রতার সাথে কবি হাসসানের কবিতা শুনতেন, কখনো অমনোযোগী হতেন না। তিনি নগর কবিদের (شَاعِرُالْمَدَرِ) মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন।[৬]

জন্ম ও শৈশব

রাসূল সা.-এর জন্মের আট বছর পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ড. উমর ফাররুখ তার জন্ম সাল ৫৬৩ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক হিজরী পূর্ব ৬০ বর্ষকে উল্লেখ করেছেন।[৭]

কর্ম জীবন

হাসসান ইব্‌ন ছাবিত শৈশব থেকেই শহুরে পরিবেশে মদীনায় লালিত পালিত হন। তিনি গোত্রীয় কবি হিসেবে থাকলেও সিরিয়ার গাসসানী ও হিরার মুনযির রাজদরবারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। এক বছর তাদের দরবারে কাটাতেন আরেক বছর মদীনায় কাটাতেন। তাদের কাছ থেকে প্রচুর উপঢৌকন পেয়ে তার অর্থনৈতিক ভাগ্যোন্নয়ন ঘটে। এছাড়াও তিনি জাফনা পরিবারের স্তুতি বর্ণনা করে অনেক কবিতা রচনা করেছেন। এজন্য তিনি ইসলাম গ্রহণের ফলেও তারা ভিন্ন ধর্মালম্বীর সত্ত্বেও তার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অত্যন্ত সুন্দর ও গভীর ছিল। জাহেলী যুগে তিনি গাসসানী ও মানাযিরা রাজন্যবর্গের স্তুতি ও প্রশংসাগীতি রচনার করে পুরস্কার লাভ ও খ্যাতি অর্জন করেন।[৮]

মৃত্যু : তিনি উসমান রা.-এর খিলাফতকালে ৬৭৪ খ্রি. সনে ১২০ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন।[৯]

কবিতা ও রাসূল প্রশস্তি

شِعْرٌ শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَشْعَارٌ । এর আভিধানিক অর্থ হল অনুভূতি, উপলব্ধি, বিবেক, জ্ঞান, বিচক্ষণতা, চেতনাশক্তি ইত্যাদি। পরিভাষায় আহমাদ হাসান আয-যাইয়্যাত (১৩০৩-১৩৮৮ হি.) এর ভাষ্যমতে,

الشعر هو الكلام الموزون المقفى المعبر عن الأخيلة البديعة والصور المؤثرة البليغة وقد يكون نثرا كما يكون نظماء.[১০]

কাব্য বা কবিতা সেই ছন্দোবদ্ধ ও মিলযুক্ত বাক্যকে বলে, যা বিরল চিন্তা, নব কল্পনা এবং তাৎপর্যপূর্ণ দৃশ্য ফুটিয়ে তোলে। আর এটা কখনো কখনো গদ্যের মাধ্যমে হয়, আবার কখনো কখনো পদ্যের মাধ্যমে হয়।

আহমাদ আশ-শায়িব (জন্ম: ১৯৬৩ খ্রি.) কবিতার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

الكلام الموزون المقفى الذى يصور العاطفة والعقل[১১]

'জ্ঞান ও অনুভূতি যে অন্ত্যমিল ও ছন্দোবদ্ধ বাক্যের রূপ দান করে তাই কবিতা'। ইংরেজি কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ কবিতার পরিচয় দেন এভাবে, Poetry is the spontaneous overflow of powerful feeling'.[১২] 'শক্তিশালী অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশই কবিতা'।

মোট কথা, মানব হৃদয়ের আবেগ, কল্পনা ও ভাবের সংমিশ্রণে সৃষ্ট অনুভূতির অর্থপূর্ণ অন্ত্যমিলযুক্ত ও ছন্দোবদ্ধ বাক্যাবলি দ্বারা সুন্দর কল্পনার অভিব্যক্তিগুলি প্রকাশ ও অভিনব দৃশ্যাবলি চিত্রায়িত করাই হল কবিতা। রাসূল- প্রশস্তি এর আরবী পরিভাষা اَلْمَدِيْحُ الرَّسُوْلُ (আল-মাদীহুর রাসূল)। اَلْمَدِيْحُ শব্দটি একবচন। এর বহুবচন اَلْمَدَائِحُ অথবা أَلْأَمَادِيْحُ। এর আভিধানিক অর্থ হল প্রশংসা, গুণগান, স্তুতি, প্রশস্তি, তারিফ, স্তব[১৩]। সুতরাং মুহাম্মাদ সা. এর প্রশংসা ও স্তুতিগাথাই হল আল-মাদীহুর রাসূল। পরিভাষায় : ড. যাকি মুবারক এর ভাষায় রাসূল প্রশস্তি হল,

المديح الرسول في فن من فنون الشعر التي أذاعها التصوف، فهي لون من التعبير عن العواطف الدينية، وباب من الأدب الرفيع لأنها لا تصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص[১৪]

আরবী কাব্য সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল আল-মাদীহ (প্রশংসাগাথা)। জাহেলী যুগের অনেক কবি-সাহিত্যিক মর্যাদাবান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ও তাদের ব্যক্তিগত উত্তম গুণাবলি, ন্যায় পরায়নতা, সাহসিকতা প্রভৃতি কৃতিত্বপূর্ণ কাজের প্রশংসা করে কাব্য রচনা করতেন। উমাইয়্যা যুগে এসে এর ব্যাপকতা আরও বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তীতে আব্বাসীয় যুগে আরবী কাব্যের এ ধারাটি পরিপূর্ণতা লাভ করে।

হাসসান ইবন ছাবিত রা. এর কাব্যে রাসূল প্রশস্তি

হাসসান ইব্‌ন ছাবিত রা. রাসূল প্রশস্তিমূলক কবিতা রচনায় স্বীয় দক্ষতার পরিচয় দেন। রাসূল সা. এর গঠনশৈলী, অবয়ব ও নৈতিক গুণাবলি, গৌরবগাঁথা অর্থাৎ রাসূল প্রশস্তি রচনায় তিনি ছিলেন পুরোধা। কবি হাসসান রাসূলের ভালোবাসায় নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। তিনি ইহকাল ও পরকালীন মুক্তির জন্য রাসূলই একমাত্র আস্থা তার কবিতার মাধ্যমে তা তুলে ধরেছেন। তিনি রাসূল সা. এর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে প্রশংসা করেন। যেমন,

রাসূল আগমনের সংবাদ: গোটা বিশ্ব যখন অন্যায়-অবিচার, জুলুম ও নানা কুসংস্কার নিমজ্জিত হয়েছিল ঠিক তখনই হিদায়াতের আলোকবর্তিকা হিসেবে মুহাম্মাদ সা. এর আগমন ঘটেছে।

হাসসান ইব্‌ন ছাবিত রা. রাসূলের শুভাগমের কথা কবিতার ছন্দে সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। হাসসান বলেন,

نَبِيٌّ أَتَانَا بَعْـــدَ يَأْسٍ وَفَتْـــرَةٍ * مِنَ الرُّسُلِ وَالْأَوْثَانُ فِي الْأَرْضِ تُعْبَدُ
فَأَمْسَى سِرَاجاً مُسْتَنِيْراً وَهَادِياً * يَلُوْحُ كَمَا لَاحَ الصَّـقِيْلُ الْمُهَنَّدُ [১৫]

'আমাদের কাছে এক নবী আগমন করেছেন নিরাশা ও রাসূলগণের বিরতির পর। আর তখন অবস্থা এই ছিল যে, বিশ্বে মূর্তি পুজা করা হত। অতপর তিনি আলোকিত সূর্য ও হিদায়াতকারী রূপে প্রতিভাত হলেন। তিনি ঝলমল করে উঠলেন হিন্দুস্তানী স্বচ্ছ ধারালো তরবারী যেমন ঝলমল করে'।

রাসূলের বংশ পরিচয়: রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তোমাদের মধ্যে নবী দাবীকারী ব্যক্তির বংশ কেমন? উত্তরে আবু সুফিয়ান বলেছিলেন, هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ 'তিনি আমাদের মধ্যে উচ্চ বংশীয়'। হেরাক্লিয়াস বলেছিলেন, كَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا 'এভাবেই নবী- রাসূলগণ তার সম্প্রদায়ের সেরা বংশে জন্ম গ্রহণ করেন'।[১৬] রাসূল সা. বিখ্যাত হাশিম বংশের কোরাইশ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।[১৭] হাসসান তার কবিতার পংক্তিতে বলেন,

لَقَدْ عَلِمَ الْأَقْوَامُ أَنَّ ابْنَ هَاشِمِ * هُوَ الْغُصْنُ ذُو الأَفْنَانِ لا الْوَاحِدُ الْوَغْدُ
وَإِنَّ امْرَأً كَانَتْ سُمَيَّةُ أُمَّهُ * وَسَمْرَاءُ مَغْلُوبٌ إِذَا بُلِغَ الْجَهْدُ[১৮]

জনগণ অবগত আছেন যে, তিনি {মুহাম্মাদ সা.} হাশিমের বংশধর। ইতর আবু সুফিয়ান ব্যতীত, কারণ তার মাতা সুমাইয়্যা (সে তো এমন দাসী যার গর্ভে মনিবের সন্তান হয়েছে) আর তার দাদী সামরা (সেও উম্মু ওয়ালিদ ছিল) সে দুঃখ কষ্টের সময় পরাভূত হয়।

রাসূল সা. এর মাতুল বংশ ও হাসসান ইব্‌ন ছাবিত রা. একই বংশোদ্ভূত হওয়ায় গর্ববোধ করে বলেন,

وَنَحْنُ وَلَدْنَا مِنْ قُرَيْشٍ عَظِيْمَهَا * وَلَدْنَا نَبِيَّ الْخَيْرِ مِنْ آلِ هَاشِمِ[১৯]

'আমরা বৃহত্তর কুরাইশ -এর সন্তান; কল্যাণময় নবী সা. হাশিম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেছেন'।

রাসূলের শারীরিক সৌন্দর্য: রাসূল সা. ছিলেন মধ্যম গড়নের অতীব সুন্দর ও সুঠাম এবং গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল ও গৌর গোলাপী[২০] প্রশস্ত বুক ও বৃহৎ আকৃতির মাথা।[২১] সুন্দর পরিপাটি নিকোশ কালো চুল, কোঁকড়ানো ছিলনা, ভাঙ্গাও ছিল না। সামান্য বাঁকানো ছিল। কখনো কখনো তা কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছাত।[২২] গোফ ছোট ও দাঁড়ি ছিল দীর্ঘ ও ঘন সন্নিবেশিত।[২৩] প্রফুল্ল অবস্থায় তাঁর মুখমন্ডল চন্দ্রের ন্যায় চমকিত[২৪] রাগান্বিত হলে গণ্ডদ্বয় ডালিমের ন্যায় রক্তিমবর্ণ ধারণ করত।[২৫] কবি রাসূলের দৈহিক সৌন্দর্য ও চারিত্রিক মাধুর্যের সুনিপুণ চিত্র কাব্যিক ছন্দে ফুটে তুলেছেন,

مَتَى يَبْدُ فِيْ الدَّاجِيْ أَلْبَهِيْمِ جَبِينُهُ * يَلُحْ مِثْلَ مِصْبَاحِ الدُّجَى الْمُتَوَقِّدِ
فَـمَنْ كَانَ أَوْمَنْ يَـكُوْنُ كَأَحْمَدٍ * نِظَامُ لِحَقٍّ أَوْ نَـكَالٌ لِمُلْحِدِ[২৬]

ঘোর অন্ধকারে যখন তাঁর ললাট বের করা হয় তখন তা অন্ধকারে প্রজ্বলিত বাতির ন্যায় ঝলমল করে। আহমদ সা. -এর মত এরূপ মহান ব্যক্তি বিগত যুগে লক্ষ্য করা যায়নি আর ভবিষ্যতেও আগমন করবে না। যিনি সত্যবাদীদের জন্য সংবিধানতুল্য এবং অস্বীকারকারীদের জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

পূর্ণিমার চাঁদের সাথে তুলনা: পূর্ণিমার চাঁদের চেয়েও বেশি সুন্দর ছিলেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ সা.। তিনি ছিলেন গোটা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সুন্দর, সুদর্শন এবং সুষম দৈহিক গঠনের অধিকারী। জাবের ইব্‌ন সামুরা রা. বলেন, আমি একবার পূর্ণিমা রাতে চাঁদের স্নিগ্ধ আলোতে প্রিয় নবীজী সা. কে লাল চাদর ও লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় দেখলাম। তখন আমি একবার আকাশের জোছনা ছড়ানো চাঁদের দিকে এবং একবার প্রিয় নবীর মোবারক চেহারার দিকে তাকাতে থাকলাম। আমার কাছে মনে হল তিনি পূর্ণিমার চাঁদের চেয়েও বেশি সুন্দর।[২৭] হাসসান তাঁর কাব্যিক ছন্দে বলেন,

غَدَاةَ أَتَاهُمُ يَهْوِيْ إِلَيْهِمْ * رَسُـولُ اللهِ كَالْقَمَرِالْمُنِيرِ
لَهُ خَيْـلٌ مُجَنَّبَةٌ تَعَادَي * بِفُرْسَانٍ عَلَيْهَا كَالصُّقُورِ[২৮]

'উজ্জ্বল চন্দ্রের ন্যায় (পূণিমার চাঁদের মত) আল্লাহর রাসূল সা. অতি প্রত্যুষে তাদের কাছে আগমন করলেন। তাঁর ছিল তেজ্যোদিপ্ত ঘোড়া। যার ফলশ্রুতিতে বাজপাখির ন্যায় দ্রুতগতিতে তাদের মাঝে অবতরণ করলেন'। কবি হাসসান নবী সা. এর চরিত্র সম্পর্কে ইহলোককে ছাপিয়ে উর্ধ্বজগতের আলোকোজ্জ্বল নক্ষত্র ও চন্দ্রের সাথে তুলনা করেছেন।

وَافٍ وَمَاضٍ شِهَابٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ * بَدْرٌ أَنَارَ عَـلَى كُـلِّ الْأَمَاجِيدِ
مُبَـارَكٌ كَضِيَـاءِ الْبَدْرِ صُوْرَتُهُ * مَا قَالَ كَانَ قُضَاءَ غَيْرَ مَرْدُوْدِ[২৯]

'বিশ্বস্ততায় ও কার্যকারিতায় তিনি (মুহাম্মাদ সা.) এমন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, যা দ্বারা আলোকিত করা হয়। তিনি এমন পূর্ণিমার চন্দ্র, যা প্রতিটি সম্ভ্রান্ত নেতার উপর আলোকদান করে। তাঁর আকৃতি পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতির মতো বরকতময়। বিচারিক ক্ষেত্রে তিনি যা বলেন তা খন্ডন যোগ্য নয়'।

شَهِدْتُ بِإِذْنِ اللهِ أَنَّ مُحَمَّداً * رَسُولُ الَّذِي فَوْقَ السَّمَوَاتِ مِنْ عَلُ
وَأَنْ أَبَا يَحْيِي وَيُحْيِي كِلَاهُمَا * لَهُ عَمَلُ فِي دِينِهِ مُتَقَبَّلُ[৩০]

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহর ইচ্ছায় মুহাম্মাদ সা. এমন রাসূল, যিনি আসমানের উপরেও মর্যাদাসম্পন্ন। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ইয়াহইয়া আ. ও তার পিতা (যাকারিয়া-আ.) আল্লাহর দ্বীন অনুযায়ী উভয়ের কর্মগুলো গ্রহণযোগ্য'।

রিসালাত ও খতমে নবুয়্যাত: বিশ্ববাসীর জন্য যুগে যুগে আল্লাহ অনেক নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ প্রেরিত এসকল নবী রাসূল মানুষকে সৎ পথের দিকে আহবান করেছেন এবং অসৎ পথ থেকে মানুষকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾'আল্লাহর ইবাদত করার ও তাগূতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি'[৩১]।

কবি হাসসান ইব্ন ছাবিত ছিলেন মুহাম্মাদ সা.-এর রিসালাতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী। হাসসান তার কবিতার মাধ্যমে মুহাম্মাদ সা. যে আল্লাহ প্রেরিত রাসূল ও শেষ নবী এ বিষয়ে অত্যন্ত চমৎকার অভিব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, হাসসান নবুওয়্যাত ও রিসালাতের স্বীকৃতি ও সুসংবাদ প্রদান করতঃ বলেন,

أَغَرُّ عَلَيْــهِ لِــلنُّبُــوَّةِ خَاتَمَ * مِنَ اللَّهِ مَــشْهُـودٌ يَلُوحُ وَيُشْهَدُ
وَضَمَّ الإِلهُ اسْمُ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ * إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ
لَــهُ مِن أَسْمِـــهِ لِيـُجـلَّـــهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودُ وَهَذَا مُحَمَّدُ[৩২]

'রবের দেয়া নবুওয়্যাতের আংটি যার জ্বলছে অতি, সাক্ষীটি যার স্বয়ং আল্লাহ, সাক্ষ্য হয়ে হরহামেশা হইছে প্রকাশ, দিনে রাতে পাঁচ পাঁচ বার, দরাজ কণ্ঠে মুয়াজ্জিনের আযানের ধ্বনি "আশহাদু" দিচ্ছে প্রমাণ। স্বয়ং রবের নাম জুড়েছে নামের সাথে, আরশে তিনি মাহমুদ আর এখানে মুহাম্মাদ'।

রাসূলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য: মুহাম্মাদ সা. হলেন মহান চরিত্রের অধিকারী ও আদর্শের জীবন্ত প্রতীক। জন্মের পর হতেই তার মাঝে বিরাজ করেছিল সর্বোত্তম চরিত্র মাধুরী, সর্বোত্তম আদর্শ। তিনি হলেন মহৎ মানুষ ও সর্বোত্তম প্রতিবেশী। বাল্যকাল থেকেই তার স্বভাব ছিল কলুষতা, কাঠিন্য, কর্কশতা ও অহংকার থেকে মুক্ত। তিনি ছিলেন দয়াশীল, শ্রদ্ধাশীল, সহানুভূতিশীল ও ধৈর্যশীল এবং নিষ্কলুস ও নির্ভেজাল মহামানব। শৈশব থেকে নবী সা. সত্যবাদী ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। তাই আরবের সকলে মিলে তাঁকে উপাধী দিয়েছিল আল-আমীন।[৩৩] তিনি ছিলেন আরব ও অনারবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ। হাসসান কাব্যিক ছন্দে রাসূলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। আবু সুফিয়ানের নিন্দার জবাবে হাসসান বলেন,

أَلَا أَبْلِغْ أَبَا سُفْيَانَ عَنِّي * فَأَنْتَ مُجَوِّفٌ نَخْبُ هَوَاهُ
وَعِنْدَ اللهِ فِيْ ذَاكَ الْجَزَاءُ * هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنْهُ
أَتَهْجُوهُ وَلَسْتَ لَهُ بِكُفْءٍ فَشَرُّكُما لِخَيْرِكُمَا الْفِدَاءُ. [৩৪]

'কেউ কি আমার পক্ষ থেকে আবু সুফিয়ানকে জানিয়ে দিবে যে, 'হে আবু সুফিয়ান ! তুমি একজন কাপুরুষ! কপট ও অন্ত:সার শূন্য। কেননা আমাদের তরবারী তাকে করেছে পুরোপুরি দাস। তাই আজ দাসীদের হাতে আবদুদ-দার গোত্রের নেতৃত্বভার পড়েছে। তুমি মুহাম্মাদ সা.-এর নিন্দা করেছ, আর আমি তার উত্তর দিয়েছি, এর জন্য আল্লাহর কাছে রয়েছে আমার প্রতিদান। তুমি এমন একজন ব্যক্তির কুৎসা রটনা করেছ, যার সমকক্ষ তুমি নও। তোমাদের দুষ্টজন তোমাদের ভালোজনের জন্য উৎসর্গ হোক'। হাসসান ইব্ন ছাবিত রা. আরো বলেন,

هَجَوْتَ مُبَارَكًا بَرًّا حَنِيْفًا * أَمِيْنَ اللهِ شِيْمَتُهُ الْوَفَاءُ.[৩৫]

'তুমি মুহাম্মাদ সা. এর নিন্দা জ্ঞাপন করেছ, যিনি নেককার, একত্ববাদী, আল্লাহর রাসূল, অঙ্গীকারপূর্ণ করাই যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য'।

وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِيْ * وَ أَجْمَلُ مِنْــكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ
خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِــنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ[৩৬]

'আমার চোখ আপনার চেয়ে উত্তম কাউকে কখনো দেখেনি। আর আপনার চেয়ে অধিক সুন্দর ব্যক্তিকে কোনো নারী জন্মদান করেননি। আপনাকে সকল দোষ-ত্রুতি থেকে মুক্ত করে সৃষ্টি করা হয়েছে। আপনি যেভাবে চেয়েছেন ঠিক সেভাবেই আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে'।

كَانَ الْضِّيَاءَ وَكَانَ النُّورَ نَتْبَعُهُ * بَعْدَ الإِلَهِ وَكَانَ السَّمَعَ وَالْبَصْرًا

فَلَيْتَنَـــا يَـــوْمَ وَارَوْهُ بِمَلْحَدِهِ * وَالْقَـــوْا فَـــوْقَهُ المَـــدَرَا[৩৭]

'তিনি ছিলেন আলোকবর্তিকা এবং জ্যোতির্ময় মান্যবর ও চক্ষুষ্মান। আল্লাহর পর আমরা শুধুমাত্র তাকেই অনুসরণ-অনুকরণ করি। সেদিনের জন্য আমাদের আফসোস! যেদিন তাঁকে কবরে লুকিয়ে রাখা হয়েছে এবং তাকে অদৃশ্য করে ফেলানো হয়েছে। আর তার উপর মাটি নিক্ষেপ করা হয়েছে (কবরস্থ করা হয়েছে'।

অনুসরণীয় অনুপম চরিত্রের অধিকারীঃ রাসূল সা. অন্যান্য মানুষের ন্যায় ছিলেন না। রাসূল ছিলেন সকল প্রকার মানবিক গুণে গুণান্বিত এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন বিনয়ী ও নিরহংকার চরিত্রের মানুষ। তার চারিত্রিক সনদের সত্যায়ন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা করেছেন। আল্লাহ নিজেই তার রাসূলের প্রশংসায় বলেন, وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيۡمٍ 'তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী'[৩৮]

فِيْنَا الرَّسُوْلُ وَ فِيْنَا الْحَقُّ نَتْبَعُهُ * حَتَّى الْمَمَاتِ وَ نَصْرٌ غَيْرُ مَحْدُوْدِ[৩৯]

'আমাদের মধ্যে রয়েছেন রাসূল সা. এবং মৃত্যু পর্যন্ত অনুসরণের জন্যে আমাদের কাছে সত্য বিদ্যমান রয়েছে'। হাসসান আরো বলেন,

مُتَكَرِّماً يَدْعُو إِلَى رَبِّ الْعُلَى * بَذْلَ النَّصِيْحَةَ رَافِعَ الأَعْمَادِ

مِثْلَ الْهِلَالِ مُبَارَكاً ذَا رَحْمَةٍ * سَمْحَ الخِلِيفَةِ طَيِّبَ الأَعْوَادِ[৪০]

'তিনি সুমহান সম্মানযোগ্য ব্যক্তিত্ব, যিনি মহান প্রতিপালকের দিকে আহবানকারী, উপদেশ প্রদানে আল্লাহর বাণী স্বেচ্ছায় উত্তোলনকারী। তিনি চন্দ্র সদৃশ, কল্যাণময়, দয়ালু, চারিত্রিক বদান্যতা ও মৌলিক পবিত্রতায় বিভূষিত'। কবি আরো বলেন,

تَاللهِ مَا حَمَلَتْ أَنثَى وَلا وَضَعَتْ * مِثْلَ الرَّسُولِ نَبِي الْأُمَّةِ الْهَادِي

ولا برا اللَّهِ خَلْقَا مِنْ بَرِيَّتِه * أَوْفَى بِذِمَّةِ جَارٍ أَوْ بِميعاد

مِنَ الَّذِي كَانَ فِينَا يُسْتَضَاءُ بِهِ * مبارك الأَمْرِ ذَا عَدْلٍ وَإِرْشَادِ

مُصَدِّقاً لِلنبيين الأُلى سَلَفُوا * وَأَبْذَلَ النَّاسِ لِلْمَعْرُوفِ لِلْجَادِي

يَا أَفْضَلَ النَّاسِ إِنِّي كُنْتُ فِي نَهَرٍ * أَصْبَحْتُ مِنْهُ كَمِثْلِ الْمُفْرَدِ الصَّادِي [৪১]

'আল্লাহর কসম ! কোন নারী করেনি গর্ভধারণ, দেয়নি জন্ম এ উম্মতের নবী,পথ-প্রদর্শক রাসূলের মত কাউকে, যে আমাদের মধ্যকার সেই অপেক্ষা প্রতিবেশীর প্রতি বেশি দায়িত্ববান,অধিক ওয়াদা রক্ষাকারী। তার দ্বারা প্রজ্বলিত করা হত আলো, তার সব কাজ ছিল বরকতময়, তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ হিদায়েতকারী। তিনি পূর্ববর্তী সকল নবীকে সত্যায়ন করেন,আর সকল মানুষের প্রতি দয়াশীল। হে শ্রেষ্ঠ মানব! আমি ছিলাম নদীর অথৈ পানিতে, এখন ডাঙ্গায় নিঃসঙ্গ তৃষ্ণায় মরি'।

রাসূলের তাকওয়া, দানশীলতা ও দয়াঃ রাসূল সা. এর অসংখ্য নৈতিক গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম হল তাকওয়া, দানশীলতা ও দয়া। রাসূল সা. এর নিকট যতক্ষণ তাঁর কাছে কিছু থাকত, ততক্ষণ তিনি দান করতেন। রমাদান মাসে তা হয়ে যেত প্রবাহমান বায়ুর (كَالرِّيْحِ الْمُرْسَلَة) মত। রাসূলের নিকট কিছু চাওয়া হলে তিনি না বলতেন না।[৪২]

لَا تَعِدَانِيَ بَعْدَ اليَوْمِ دَمعَكُما * إِنِّي مُصابٌ وَإِنِّي لَستُ بِالسالي

عَلَى رَسولٍ لَنا مَحضٍ مَشارِبُهُ * سَمحِ الخَليقَةِ عَفٍّ غَيرِ مِجهالِ

عَفٍّ مَكاسِبُهُ جَزلٍ مَواهِبُهُ * خَيرِ البَرِيَّةِ سَمحٍ غَيرِ نَكّالِ[৪৩]

'আমি যে বিপদগ্রস্থ আমি আমাদের রাসূল এর উপর (স্বেচ্ছায় অশ্রু) প্রবাহকারী নই। যার স্বভাব চরিত্র খাঁটি, যিনি বড়ই দানশীল, অতিশয় পবিত্র, অজ্ঞ ও মূর্খ নন। তাঁর উপার্জন সবই পূতঃপবিত্র। তাঁর দান অঢেল, তিনি সকল সৃষ্টির সেরা, দয়ালু, দাতা, শান্তিদাতা নন'। কবি রাসূল সা. এর দানশীলতা, দয়া ও তাকওয়ার বিষয়ে আরো বলেন,

أَعْنِي الرَسُوْلَ فَإِنَّ اللهَ فَضَّلَهُ * عَلَى البَرِيَّةِ بِالتَقْوَى وَبِالجُوْدِ[৪৪]

'সকল সৃষ্টির প্রভুর রাসূল সা. কেই আমি বুঝতে চাচ্ছি। তিনি (আল্লাহ) তাঁকে সকল সৃষ্টির ওপর তাকওয়া ও দানশীলতার দ্বারা মর্যাদা দিয়েছেন'। অন্য একটি কবিতায় বলেন,

اَنْتَ النَّبِيّ وَ خَيْرَ عَصَبَةِ اَدَمِ * يَا مَنْ يَّجُوْدُ كَفَيْضَلٍ بَحْرَ زَاخِرٍ[৪৫]

'আপনি নবী এবং আদম আ.-এর উত্তম ওয়ারিছ। ওগো সেই মহান সত্তা, যিনি অবিরত দান করেন উদার সমুদ্রের দান করার ন্যায়'। রাসূলের দয়া প্রসঙ্গে কবি বলেন,

عَطُوْفُ عَلَيْهِمْ لَا يُثَنِّيْ جَنَاحَةُ * إِلَى كَنْفٍ يَحْنُوْا عَلَيْهِمْ وَ يَمْهِدُ

'রাসূলুল্লাহ সা. তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। বিশেষভাবে কারো প্রতি ঝুঁকে পড়েনি বরং সমভাবে সবার প্রতি দয়াপরবশ হন যার ফলে তারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে দিনাতিপাত করতেন'।

রাসূলের আমানতদারিতা: রাসূল সা. তাঁর জাতির কাছে নবুয়্যাত লাভের পূর্ব থেকেই বিশ্বস্ত ও আমানতদার হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তৎকালীন আরবের অনেক মানুষ তাঁর নিকট পার্থিব সম্পদ গচ্ছিত রাখত। অতঃপর তিনি যথাসময়ে তার প্রকৃত হকদারের নিকট বুঝিয়ে দিতেন। নবুয়্যাত প্রাপ্তের পর তাঁর উপর অর্পিত রিসালাতের আমানত তথা দ্বীনের প্রচার-প্রসার তিনি সঠিকভাবে পালন করেছিলেন। বিদায় হজ্জের সময় উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে আল্লাহকে সাক্ষ্যি রেখে বলেছিলেন, হে আল্লাহ ! তুমি সাক্ষী থেক, আমি আমার উপর অর্পিত আমানত আমি পৌঁছে দিয়েছি। তার আমানতের দৃষ্টান্ত হাসসান তার কাব্যমালায় ফুটে তুলেছেন,

وَاتِ الرَّسُولَ فَقُلْ يَا خَيْرَ مُؤْتَمَنٍ * لِلْمُؤْمِنِينَ إِذَا مَا عُدْلَ الْبَشَرُ
عَلَامَ تُدْعَى سُلَيْمٌ وَهِيَ نَازِحَةٌ * أَمَامَ قَوْمٍ هُمْ أَوَوْا وَهُمْ نَصْرُوا[৪৬]

'তোমরা রাসূলের নিকটে এস । অত:পর তাঁকে বল, মানুষকে যখন সমান ধরে হিসাব করা হয় তখন মু"মিনদের জন্য তিনি সর্বোত্তম আমানতদার। সুলাইমান গোত্রকে (গণিমতের সম্পদ দেয়ার জন্য) কেন ডাকা হল? তারা তো যুদ্ধ থেকে দূরে ছিল। অগ্রবর্তী ছিল সেইসব গোত্র যারা তাঁকে জায়গা দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে'।

সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের প্রতীক: ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তারা নিজ নিজ জাতি ও গোত্রকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করার ও সুন্দর ও কল্যাণের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। মহানবী আগমনের ফলে হক বা সত্যের পথ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

وَقَالَ اللهُ قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْداً * يَقُولُ الْحَقِّ لَيْسَ بِهِ خِفَاءُ[৪৭]

'আর আল্লাহ বলেন যে, আমি তো একজন বান্দাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি, যিনি সত্য কথা বলেন, তার মধ্যে গোপনীয় বলতে কিছু নেই'।

شَهِدْتُ بِهِ فَقُومُوا صَدَّقُوهُ * فَقُلْتُمْ لَا نَقُومُ وَلَا نَشَاءُ[৪৮]

'আমি তাঁকে (বান্দা মুহাম্মাদ [সা.]-কে সত্য নবী হিসেবে) সাক্ষ্য দিচ্ছি। সুতরাং তোমরা যাও, সত্যায়ন কর (ঈমান আন)। কিন্তু তোমরা বললে, "আমরা তাঁকে মানি না, চাই না" (ঈমান আনব না)'।

هَجَوْتَ مُبَارَكًا بَرًّا حَنِيْفًا * أَمِيْنَ اللهِ شِيْمَتُهُ الْوَفَاءُ.
فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللهِ مِنْكُمْ * وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءٌ
فَإِنْ أَبِي وَوَالِدَه وَعِرْضِي * لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاءُ[৪৯]

'তুমি মুহাম্মাদ সা. এর নিন্দা জ্ঞাপন করেছ, যিনি নেককার, নিষ্ঠাবান (একত্ববাদী), সত্যপরায়ন ও আল্লাহর একান্ত বিশ্বস্ত, যার স্বভাবই হচ্ছে অঙ্গীকারপূরণ। তোমাদের মধ্যে যারা রাসূলের নিন্দা জ্ঞাপন করবে এবং যারা তাঁর প্রশংসা ও তাঁর সাহায্য করবে তারা কি কখনো সমান হতে পারে? নিশ্চয়ই আমার পিতা, তার পিতা (আমার দাদা), আমার সম্মান সব কিছু মুহাম্মাদ সা. এর সম্মানের হিফাজতকারী'।

أَمِيرُ عَلَيْنا رَسُولُ المَلِيـ * ـكِ أَحْبِبْ بِذَاكَ إِلَيْنَا أَمِيرا
رَسُولٌ نُصَدِّقُ مَا جَاءَهُ * مِنْ الوَحْيِ كَانَ سِرَاجاً مَنِيرا[৫০]

'আল্লাহর রাসূল সা. আমাদের নেতা। এই কারণে নেতা হিসেবে তুমি তাঁকে ভালোবাস। রাসূল সা. জ্যোতির্ময় আলেকোজ্জ্বল ওহীর মাধ্যমে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি'।

রাসূল সৌভাগ্যের প্রতীক: মক্কা থেকে রাসূল যখন মদীনায় হিজরত করলেন তখন মদীনাবাসী নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করেছিল। রাসূলকে অভ্যর্থনা দিয়ে মদীনায় স্বাগত জানিয়েছিল। কবি বলেন,

لَقَدْ نَزَلَتْ مِنْهُ عَلَى أَهْلِ يَثْرِبٍ * رِكَابُ هُدًى حَلَّتْ عَلَيْهِمْ بِأَسْعُدِ
نَبِيٌّ يَرَى مَا لَا يَرَى النَّاسُ حَوْلَهُ * وَيَتْلُو كِتَابَ اللهِ فِيْ كُلِّ مَسْجِدِ[৫১]

'হেদায়েতের উষ্ট্র বাহন (রাসূল) মদিনবাসীদের উপরে যখন অবতীর্ণ হলেন তখন সৌভাগ্য তাদের উপর আগমন করল। নবী তার চারপাশে যা দেখতে পেতেন সাধারণ মানুষ তা দেখতে পেতনা এবং প্রত্যেক মসজিদে তিনি আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করতেন'। কবি অত্যন্ত নিখুতভাবে কাব্যিক ছন্দে আরো বলেন,

وَكُنَّا مُلُوكَ النَّاسِ قَبْلَ مُحَمَّدٍ * فَلَمَّا أَتَى الإسلام كَانَ لَنَا الْفَضْلُ
وَأَكْرَمَنَا اللَّهُ الَّذِي لَيْسَ غَيْرُهُ * إله بِأَيَّامٍ مَضَتْ مَا لَهَا شَكْلُ[৫২]

'মুহাম্মাদ সা. এর পূর্বেও আমরা মানুষের শাসক ছিলাম। অতপর আমাদের নিকট যখন ইসলাম আগমন করল, তখন তাঁর (রাসূল) কারণে আমরা মর্যাদা পেলাম। আল্লাহ যার কোন অংশীদার নেই এবং পূর্বেও যার কোন সাদৃশ্য ছিলনা, তিনি আমাদের (ইসলামের কারণে) সম্মান দান করেছেন'।

পৃথিবী আলোকিতকারী ব্যক্তি মুহাম্মাদ সা.: রাসূল আগমনের কারণে তৎকালীন আরবের জাহেলিয়াত (অন্ধকার) আলোয় আলোকিত হয়েছিল। তার দেখানো পথই সঠিক পথ। হাসসান তার কবিতার মাধ্যমে সেটি সুন্দরভাবে ফুটে তুলেছেন। কবি বলেন,

يَا بِكْرَ آمنَةَ الْمُبَارَكِ بِكْرُهَا * وَلَدَتْهُ مُحْصَنَةٌ بِسَعْدِ الْأَسْعُدِ
نُوراً أَضَاءَ عَلَى الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا * مَنْ يُهْدَ لِلنُّورِ الْمُبَارَكِ يَهْتَدِ[৫৩]

'হে! আমিনার দুলাল। তাঁর ছোট দুলালটি অতি বরকতময়, তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন সৌভাগ্যবান হয়ে সতী নারীর উদরে। তিনি আলোকিত করেছেন পূর্ণ বসুন্ধরা, যে তাঁর আনীত হিদায়েতের অনুসরণ করবে, সে সঠিক পথপ্রাপ্ত হবে'।

সতর্ককারী ও সুসংবাদ দাতাঃ রাসূল হলেন সতর্ককারী ও সুসংবাদ দাতা। যা পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতের মাধ্যমে পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেন, হে নবী! আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে।[৫৪] হাসসান তার কাব্যিক ভাষায় বলেন,

وَأَنْذَرَنَا نَاراً وَبَشَّـــرَ جَنــــَّةً * وَعَلَّمَـــنَا الْإِسْـــلَامَ فَاللَّهَ نَحْمَدُ
وَأَنْتَ إِلَهَ الْخَلْقِ رَبِّي وَخَالِقِي * بِذَلِكَ مَا عَمَّرْتُ فِي النَّاسِ أَشْهَدُ[৫৫]

'তিনি আমাদের জাহান্নামের আগুনের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ দেন। আর আমাদেরকে ইসলাম শিক্ষা দেন। সুতরাং প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলা জন্য। (হে আল্লাহ!) তুমি সমস্ত সৃষ্টির ইলাহ! তুমি আমার প্রতিপালক ও স্রষ্টা। যতদিন আমি মানুষের মাঝে বেঁচে থাকবো যেন এ সাক্ষ্যই দিয়ে যেতে পারি'।

পূর্ববর্তী রাসূল ও নবীদের সত্যায়নকারীঃ ইসলামের মহাকবি ও মহানবীর সভাকবি হাসসান ইব্‌ন ছাবিত রা. রাসূলে সা. এর শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কাব্যিক ছন্দে চমৎকার অভিব্যক্তি পেশ করেছেন। হাসসান বলেন,

عَينُ جودي بِدَمعٍ مِنكِ أَسبالِ * وَلا تَمَلِّنَّ مِن سَـــحٍّ وَإِعــوال
لا تَعِدانِيَ بَعدَ اليَومِ دَمعَكُـما * إِنِّي مُصابٌ وَإِنِّي لَستُ بِالسالي
عَلى رَسولٍ لَنا مَحضٍ مَشــارِبُهُ * سَمحِ الخَليقَةِ عَفٍّ غَيرِ مِجهــالِ
عَفٍّ مَكاسِبُهُ جَزلٍ مَــواهِـبُهُ * خَيرِ البَرِيَّةِ سَمحٍ غَيرِ نَــكّالِ[৫৬]

'হে নয়ন ! তুমি তোমার অশ্রু প্রবাহিত কর অকৃপণ ভাবে এবং তুমি কখনো অতিরিক্ত প্রবাহের কারণে ক্লান্ত হয়োনা। আজকের পর থেকে তোমার অশ্রু যেন আমার জন্য কখনো নিঃশেষ হয়ে না যায়। কেননা আমি যে বিপদগ্রস্ত, আমি আমাদের রাসূল সা. এর উপর স্বেচ্ছায় অশ্রু প্রবাহকারী নই। (আমি এমন ব্যক্তির জন্য কাঁদছি) যার স্বভাব-চরিত্র অত্যন্ত স্বচ্ছ বা খাঁটি, যিনি দানশীল, অতিশয় পবিত্র, যিনি অজ্ঞ ও মূর্খ নন। তাঁর উপার্জন সবই পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। তাঁর দান অঢেল, তিনি সকল সৃষ্টির সেরা, তিরি অতীব দয়ালু-দাতা, শাস্তিদাতা নন। আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তিনি। কবি অতি মার্জিত ভাষায় রাসূলের প্রশংসা করে' হাসসান বলেন,

لَيْتُ مَا فِي جَمِيعِ النَّاسِ مُجْتَهِداً * مِثْلَ الرَّسُولِ نَبِيُّ الْأُمَّةِ الْهَادِي
تَاللَّهِ مَا حَمَلَتْ أُنْثَى وَلَا وَضَعَتْ * مِثْلَ الرَّسُولِ نَبِيُّ الْأُمَّةِ الْهَادِي

وَلَا بَرَا اللَّهِ خَلْقًا مِنْ بَرِيَّتِهِ * أَوْفَى بِذِمَّةِ جَارٍ أَوْ بِمِيعاد
مِنَ الَّذِي كَانَ فِينَا يُسْتَضَاءُ بِهِ * مُبَارَكَ الْأَمْرِ ذَا عَدْلٍ وَإِرْشَادِ
مُصَدِّقاً لِلنَّبِيينِ الأُلَى سَلَفُوا * وَ أَبْذَلَ النَّاسِ لِلْمَعْرُوْفِ لِلْجَارِيْ[৫৭]

'আল্লাহর কসম! কোন নারী গর্ভধারণ করেনি এবং প্রসব করেনি রাসূলের মত কোন ব্যক্তিকে, যিনি উম্মতের পথ প্রদর্শনকারী নবী। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসংখ্য সৃষ্টির মধ্য থেকে তাঁর (নবী) মত কাউকে সৃষ্টি করেননি। যিরি প্রতিবেশীর জিম্মাদারীতে ও প্রতিশ্রুতি পূরণে পরিপূর্ণ। রাসূল সা. এমন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নবী যার মাধ্যমে পথ নির্দেশনা, ন্যায়পরায়ণতা এবং কল্যাণময় কাজের আলোকোচ্ছটা বিকশিত হয়। যিনি পূর্ববর্তী নবীদের ব্যাপারে এবং দানবীর, কল্যাণময় ও ত্যাগী মানুষদের ব্যাপারে সত্যায়নকারী'।

রাসূল সা. এর বাহনের বর্ণনা: আরবী কাব্য সাহিত্যে বাহনের বর্ণনার মাধ্যমে স্তুতি রচনা করা একটি প্রাচীন রীতি। হাসসান ইব্ন ছাবিতও বাহনের বর্ণনার মাধ্যমে রাসূলের স্তুতি বর্ণনা করেছেন। মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে হাসসান কাবিতা রচনা করেন। কবি বলেন,

تَظَلُّ جِبَادُنَا مُتَمَطِّرَاتٍ * تُلَطِّمُهُنَّ بِالْخُمُرِ النِّسَاءُ
فَإِمَّا تُعْرِضُوا عَنَا اعْتَمَرْنَا * وَكَانَ الْفَتْحُ وَأَنْكَشَفَ الْغِطَاءُ
وَإِلَّا فَاصْبِرُوا لِجِلَادِ يَوْمٍ * يُعِزُّ اللَّهُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ [৫৮]

'আমাদের উত্তম উর্ধ্বগামী ঘোড়াগুলো অত্যন্ত যুগের সাথে লালিত হয়। সেগুলির মুখমন্ডলে মহিলাগণ ওড়না দিয়ে আঘাত করে থাকে (কোনো প্রকার কষ্ট তারা পায় না)। তাই তোমরা আমাদের রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াও। আমরা উমরা পালন করব, বিজয় হবে এবং কা'বার পর্দা উঠে যাবে। নতুবা তোমরা ধৈর্য ধারণ করে অপেক্ষা কর সেই লড়াইয়ের দিনের, যেদিন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করবেন'।

غدَاةَ أَتَاهُمُ يَهْوِي إِلَيْهِمْ * رَسُولُ اللَّهِ كَالْقَمَرِ الْمُنِيرِ
لَهُ خَيْلٌ مُجَنَّبَةٌ تَعَادَي * بِفُرْسَانٍ عَلَيْهَا كَالصُّقُورِ[৫৯]

'তিনি আরো বলেন-উজ্জ্বল চন্দ্রের ন্যায় আল্লাহর রাসূল সা. অতি প্রত্যুষে তাদের কাছে আগমন করলেন। তাঁর (রাসূল) ছিল তেজ্যোদিপ্ত ঘোড়া। যার ফলশ্রুতিতে বাজপাখির ন্যায় দ্রুতগতিতে তাদের মাঝে তিনি অবতরণ করলেন'।

রাসূলের বীরত্ব ও সাহসিকতা: রাসূল সা. ছিলেন সর্বযুগের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর পুরুষ। যুদ্ধের ময়দান সম্মুখ সমরে কোন না কোন ক্ষেত্রে বিখ্যাত বীর পুরুষদেরও পলায়নপরতা পরিলক্ষিত হলেও রাসূলের ক্ষেত্রে এটি কখনই ঘটেনি। কবি হাসসান ইব্ন ছাবিত রাসূল সা. এর বীরত্ব ও সাহসিকতা ও শক্তিমত্তা প্রভৃতির প্রশংসা করে অসংখ্য কবিতা রচনা করেছেন। যেমন,

مُسْتَشْعِرِى خَلَقَ الْمَاذِىُّ يَقْدِمُهُمْ * جَلْدَ النَّجِيْزَةِ مَاضٍ غَيْرُ عَدِيْدِ[৬০]

'তিনি (মুহাম্মাদ সা.) লৌহবর্ম পরিধান কারী। তাদের ওপর তিনি বীরত্ব প্রদর্শন করেন। সাধারণত চামড়া বা শরীর নিয়ে তিনি চলাফেরা ও অতিকমে করেন; তিনি কাপুরুষ নন'। কবি আরো বলেন,

مَاضٍ عَلَى الْهَوْلِ رَكَّابٌ لِمَا قَطَعُوا * إِذَا الْكُمَاةُ تَحَامَوْا فِي الصَّنَادِيدِ[৬১]

'তারা যতটুকু চলছে সে পথ তিনি ভয় ও ত্রাসের ওপর দিয়ে সওয়ার অবস্থায় অতিক্রম করেন, যখন অজ্ঞ লোকেরা বীর যোদ্ধাদের থেকে বিরত থাকে'। মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমানদের বীরত্ব, সাহসিকতা, বিজয় এবং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সম্পর্কে গর্ব করে হাসসান বলেন,

وَجِبْرِيلُ رَسُولُ اللَّهِ فِينَا * وَرُوحُ الْقُدُسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ
وقَالَ اللهُ قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْداً * يَقُولُ الْحَقُّ إِنْ نَفَعَ الْبَلَاءُ
شَهِدْتُ بِهِ فَقُومُوا صَدِّقُوهُ * فَقُلْتُمْ لَا تَقُومُ وَلَا نَشَاءُ[৬২]

'আমাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লাহর দূত জিবরীল আ.। রুহুল কুদ্দুস (জিবরীল) এর সমকক্ষ আর কেউ হতে পারে না। আল্লাহ বলেছেন: আমি আমার বান্দাকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছি। তিনি সত্য বলবেন। যদি আমরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, (তবেই মুক্তি)। আমি তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছি। সুতরাং তোমরা দাঁড়িয়ে তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য দাও, কিন্তু তোমরা বললে : না, আমরা তা করবো না এবং আমরা তা চাইও না'।

সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারক মুহাম্মাদ সা.: রাসূল সা. ছিলেন একজন মহান সংস্কারক। প্রাক ইসলামী যুগে আরবের সামজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। গোত্র কলহ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সামাজিক বিশৃঙ্খলার নৈরাজ্যপূর্ণ অবস্থার মধ্যে নিপতিত ছিল গোটা আরব সমাজ। সামাজিক সাম্য, শৃঙ্খলা, ভদ্রতা, সৌজন্যবোধ, নারীর মর্যাদা ইত্যাদির কোনো অস্তিত্বই ছিল না। সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, হত্যা, লুণ্ঠন, ব্যভিচার, পাপাচার, অন্যায়-অত্যাচারে গোটা সমাজকাঠামো প্রায় ধসে পড়েছিল। তিনি আগমন করে আরবের বুকে বৈপ্লবিক সংস্কার সাধন করে বিশ্বের ইতিহাসে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। রাসূল সা. সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে পূর্বের বলবৎ 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি পরিহার করার জন্য সাম্য ও ভ্রাতৃত্বভিত্তিক উন্নত ও আদর্শ সমাজ গঠনে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি যাকাত ব্যবস্থা চালু ও বিচার ব্যবস্থায় সাম্যতা বিধান জারি করেন। আরবের তৎকালীন সময়ের সামাজিক অবক্ষয়ের কথা হাসসান কাব্যিক ছন্দমালায় বলেন,

هَدَاهُمْ بِهِ بَعْدَ الـضَّلَالَةِ رَبّـهُـمْ * وَأَرْشَدَهُمْ مَنْ يَتْبَعَ الْحَقِّ يُرْشَدِ
وَهَلْ يَسْتَوِي ضَلَالُ قَوْمٍ تَسَفَهُوا * عَمِّى وَهُدَاةٌ يَـهْتَدُونَ بِمُهْتَدٍ[৬৩]

'পথভ্রষ্ট্রের পরে তাদের প্রতিপালক তাদেরকে (নবীর মাধ্যমে) হেদায়েত করলেন এবং তাদের সঠিক পথ দেখালেন। যে সত্যের অনুসরণ করে সে সঠিক পথ পায়। অন্ধ, মূর্খ, বর্বর, পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় এবং হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত সৎপথের পন্থীরা কি সমান হতে পারে' **?**

আরবের তৎকালীন ধর্মীয় অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিশ্বনবী আগমনের পূর্বে তারা ছিল মূর্তিপূজা ও সৌরপূজায় লিপ্ত। ব্যক্তি পূজা, প্রকৃতি পূজা, জড় পূজা এবং নিজের কল্পিত দেব-দেবীর পূজার তাণ্ডবলীলায় সর্বত্র মানবতা চির উন্নত শির নত হচ্ছিল তুচ্ছ জিনিসের পদমূলে। ইয়াহুদী ও খ্রিষ্ট্রানদেরও ছিলনা স্রষ্টা ও নিয়ন্তা সম্পর্কে সঠিক ধারণা। রাসূলের উপর কুরআন নাযিল করে কুরআনের সুসলিত শ্বাশত বাণীর মাধ্যমে উদাত্ত্ব কণ্ঠের তৌহিদী ঘোষণা সকল ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিমূলকে প্রকম্পিত করে তুলল। হাসসান বলেন,

فَلَمَّا أَتَانَا رَسُولُ الْمَلِي * كِ بِالنُّورِ وَالْحَقِّ بَعْدَ الظُّلَمْ
رَكَنَّا إِلَـيْهِ وَلَمْ نَـعْصِـهِ * غدَاةَ أَتَانَا مِنْ أَرْضِ الْحَرَمْ[৬৪]

'আল্লাহর রাসূল সা. যখন জ্যোতি (ইসলাম) নিয়ে এবং অন্ধকারের মধ্যে সত্য (কুরআন) নিয়ে আগমন করলেন। আমরা তাঁর দিকে ঝুকে পড়লাম ইসলামে প্রবিষ্ট হলাম। আর আমরা তাঁর অবাধ্যও হইনি বরং নিষিদ্ধ ভূমি থেকে অতিপ্রত্যুষে তাঁর দিকে আগমন করলাম'।

উপসংহার

প্রবন্ধের বর্ণনা থেকে যে গবেষণালব্ধ ফল উপলব্ধি হয় তাহলো :

নবীপ্রেম ও ইসলামী মূল্যবোধের কাব্যিক প্রতিফলন: হাসসান ইবনে ছাবিত রা. তাঁর কবিতায় নবী মুহাম্মদ সা.-এর চরিত্র, নৈতিকতা, দয়া, এবং মানবিক গুণাবলিকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর কবিতা নবীর প্রশস্তি তথা আল-মাদিহুর রাসূল ধারার ভিত্তি স্থাপন করে।

কবিতাকে প্রতিরোধের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার: জাহেলি যুগের বিদ্বেষমূলক কবিতার মোকাবিলায় নবী সা.-এর নির্দেশে হাসসান কবিতাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। তাঁর কবিতা ইসলামের শত্রুদের কবিতার জবাব দেয় এবং ইসলামী আদর্শ রক্ষার এক অনন্য সাংস্কৃতিক সংগ্রাম গড়ে তোলে।

সাহিত্যিক ও নান্দনিক উৎকর্ষ: হাসসানের কবিতায় কাব্যিক ছন্দ, উপমা, অলঙ্কার, এবং চিত্রকল্প ব্যবহারে উচ্চমানের নান্দনিকতা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর কবিতা শুধু ধর্মীয় নয়, সাহিত্যিক দিক থেকেও আরবি কাব্যের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

ঐতিহাসিক ও সামাজিক তাৎপর্য

হাসসান ইবনে ছাবিতের কবিতা নবী যুগের সামাজিক প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি এবং ঐক্যের বার্তা বহন করেছে। তাঁর কাব্য নবীপ্রেমকে সামাজিক চেতনায় রূপান্তরিত করে, যা ইসলামী সংস্কৃতির একটি স্থায়ী ঐতিহ্য হয়ে ওঠে।

উত্তর-প্রজন্মের ওপর প্রভাব

তাঁর রচিত মাদিহুর রাসূল কাব্যধারা পরবর্তীকালে আরবী, ফার্সি ও উর্দু সাহিত্যে নবীপ্রেমমূলক কবিতার প্রেরণা হয়ে ওঠে। পরবর্তী কবিরা তাঁর অনুকরণে নবীপ্রেম, আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতার থিমে কবিতা রচনা করেছেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, রাসূল সা. হলেন পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মনিত ব্যক্তি। তার আদর্শ জীবনের বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর এবং ক্ষুদ্রতর থেকে ক্ষুদ্রনুস্তরে পরিলক্ষিত হয়। তিনি ছিলেন মানবতার পুনরুদ্ধারকারী, করুণার আধার, ধৈর্যের প্রতীক, ন্যায়পরায়ন, সুবিচারক, অভিজ্ঞ সেনাপতি, সফল রাষ্ট্রনায়ক, অনলবর্ষী বাগ্মী, মানব প্রেমিক, কঠোর পরিশ্রমী, অতীব নম্র এককথায় পারিবারিক, সামজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সকল সমস্যার সুষ্ঠ ও সুন্দর সমাধান তার আদর্শ ও বাণীর মধ্যে বিদ্যমান ছিল ও আছে। তার আদর্শ হল সার্বজনীন ও চিরন্তন। রাসূলে জন্ম থেকে শুরু করে তার কর্মময় বর্ণাঢ্য জীবনের নানাদিক অবলম্বন করে হাসসান ইবন ছাবিত রা. অসংখ্য রাসূল প্রশস্তি রচনা করেছেন। তিনি তার কবিতায় রাসূলের গুণগান ও বরকতময় জীবনের নানা ঘটনাপ্রবাহ বর্ণনা করেছেন। তার অতুলনীয় কর্মের দ্বারা তিনি রাসূল প্রশস্তিমূলক কবিতার পথ প্রদর্শক হিসেবে অমর হয়ে রয়েছেন। খ্যাতি অর্জন করেছেন রাসূলের কবি হিসেবে। প্রবন্ধের আলোকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, হাসসান ইব্ন ছাবিত রা. এর কাব্যে রাসূল প্রশস্তি সাহিত্যের সকল মান সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

[১] ড. মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, *প্রাচীন আরবি কবিতা:* ইতিহাস ও সংকলন (বাংলাদেশঃ আহমদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ২য় সংস্করণ, ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ৪৩৯।

[২] ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী, *আল ইসাবাহ ফী তাময়ীযিস সাহাবাহ*, ১ম খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৯৫৮ খ্রি.), পৃ. ৩২৭। মুক্তাদা হাসান আযহারী, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, অনুবাদঃ ড: মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান (রাজশহীঃ মুহাম্মাদী প্রকাশনী সংস্থা, জুন '৯৬), পৃ. ৫১।

[৩] মুক্তাদা হাসান আযহারী, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, অনুবাদঃ ড: মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান (রাজশহীঃ মুহাম্মাদী প্রকাশনী সংস্থা, জুন '৯৬), পৃ. ৫১।

[৪] ইব্‌নুল আছির, *উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিস সাহাবাহ*, ২য় খণ্ড (বেরূতঃ দারু ইহইয়াউত তুরাসীল 'আরাবী, তাবি), পৃ. ৪।

[৫] ইব্‌ন সল্লাম আল-জুহামী, *তাবাকাতুশ শু'য়ারা* (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল ইসলাম্যিাহ, ১৯৮০খ্রি.), পৃ. ৮৪।

[৬] আব্দুল্লাহ ইব্‌নু আবদিল বাররি-আল-*ইসতী'আব ফী মা'রিফাতিল আসহাব* (জর্ডানঃ দারুল আ'লাম, ১ম সংস্করণ,২০০২ খ্রি.), পৃ. ১৬৫।

[৭] ড. উমর ফাররুখ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ১ম খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল ইলম লিল মালায়িন, ১৯৬৯ খ্রি.), পৃ. ৩২।

[৮] মুহাম্মাদ আত তুনাজি, *আল মুজামুল মুফাসসাল*, ২য় খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ১১৫।

[৯] শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ আয-যাহাবী, *সীয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২য় খণ্ড (বৈরুতঃ মুআস্‌সাতু আর রিসালাহ, ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ৫২২; *আশ-শি'র ওয়াশ-শু'য়ারা*, পৃ. ১৩৯।

[১০] আহমাদ হাসান আয-যাইয়্যাত, *তারিখুল আদাবিল আরাবী* (বৈরূতঃ দারুল মা'আরিফাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ২৮।

[১১] আহমাদ আশ-শায়িব, *উসূলূ নাকদিল 'আদাবী* (কায়রো : আল-মাকতাবাতুন নাহযাহ আল-মিসরিয়্যাহ, ১৯৯১), পৃ. ৩০৭।

[১২] Words worth, *Preface to lyrical Ballads in Norton Anthology of English literature,* Vol-II, (New York : Norton,1962), P. 83.

[১৩] মাওলানা আব্দুল হাফীয বলয়াবী, *মিসবাহুল লুগাত* (দিল্লী : মাকতাবাঈ বুরহান, তাবি), পৃ. ১০।

[১৪] ড. যাকি মুবারক, *আল মাদায়িহুন নাবুবিয়্যাহ* (বৈরূতঃ মাকতাবাতুল আসাবিয়্যাহ, ১৯৩৫ খ্রি.), পৃ. ১৭।

[১৫] অধ্যাপক আবদা মাহিন্না, *দীওয়ানু হাসসান ইব্‌ন ছাবিত* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইসমিয়া, ২য় সং, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৫৪।

[১৬] *বুখারী* হাঃ ৪৫৫৩।

[১৭] আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী, *আর-রাহীকুল মাখতূম* (বাংলাদেশ : তাওহীদ পাবলিকেশন্স, বিশেষ সংস্করণ ২০২০ খ্রি.), পৃ. ৮১।

[১৮] আব্দুর রহমান আল বারকূকী, *শারহ দীওয়ান হাসসান ইবন ছাবিত আল-আনসারী* (লেবাননঃ দার আল-কুতুব আল আরাবী, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ২১২-২১৪।

[১৯] *দীওয়ানু হাসসান ইবন ছাবিত*, প্রাগুক্ত : পৃ. ২২৭।

[২০] *বুখারী* হাঃ ৩৫৪৭; মুসলিম হা/২৩৪০

[২১] *তিরমিযী* হা/৩৬৩৭

[২২] মাসুদ শরীফ,*স্মার্ট প্যারেটিং উইথ মুহাম্মাদ সা.* (ঢাকাঃ গার্ডিয়ান পাবলিকেশনস, ২০২০ খ্রি.), পৃ. ১৩।

[২৩] *মুসলিম*, হাঃ ২৩৪৪।

[২৪] *বুখারী*, হাঃ ৩৫৫৬

[২৫] *তিরমিযী*, হাঃ ২১৩৩

[২৬] *দীওয়ানু হাসসান ইবন ছাবিত*, পৃ. ৬৭।

[২৭] *তিরমিজী* হাঃ ২৮১১।

[২৮] *দীওয়ানু হাসসান ইবন ছাবিত*, প্রাগুক্ত : পৃ. ১৩৪।

[২৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫-৫৬।

[৩০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৯।

[৩১] *সূরা নাহল*: ৩৬।

[৩২] *দীওয়ানু হাসসান ইবন ছাবিত*, প্রাগুক্তঃ পৃ. ৫৪।

[৩৩] আবুল ফজল আল-ইরাকি, *আলফিয়্যাতুস সিরাতিন নববিয়্যাহ*, প্রথম খণ্ড (প্রকাশনী নাম বিহীন, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৩।

[৩৪] *দীওয়ানু হাসসান ইবন ছাবিত, পৃ. ২০।*

[৩৫] *তদেব।*

[৩৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১।

[৩৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২।
[৩৮] *সূরা ক্বলাম:* ৪।
[৩৯] *দীওয়ানু হাসসান ইবন ছাবিত*, প্রাগুক্ত: পৃ.৫৫।
[৪০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬।
[৪১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬।
[৪২] মুসলিম, হা: ২৩১১।
[৪৩] আব্দুল্লাহ ইবন হামিদ আল-হামিদ, *শি'রুদ দা'ওয়াতিল ইসলামিয়্যাহ* (রিয়াদ: দারুল ইসালা লিছ ছাকাফাতি ওয়ান নাছরি ওয়াল ই'লাম, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৩৯৫।
[৪৪] ইবনু কাছির, *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* (মিসর : দারুল ফিকরিল আরাবী, ১৪১৬ হি./১৯৩৩ খ্রি.), ১ম সং, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৬।
[৪৫] আব্দুর রহমান বারকূকী , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩।
[৪৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০।
[৪৭] ড. আব্দুল জলিল, *কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূল (সা.) ও সাহাবীদের মনোভাব* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৩য় সংস্করণ,২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৩৫।
[৪৮] *দীওয়ানু হাসসান ইবন ছাবিত*, পৃ. ২০।
[৪৯] *প্রাগুক্ত।*
[৫০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৮।
[৫১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০।
[৫২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৩।
[৫৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫।
[৫৪] *সূরা আহযাব:* ৪৫।
[৫৫] *দীওয়ানু হাসসান ইব্‌ন ছাবিত*, পৃ. ৫৪।
[৫৬] আব্দুল্লাহ আল হামিদ, আল-হামিদ, *আশ শি'র আদ- দা'ওয়াহ আল-ইসলাম্যিাহ* (রিয়াদ: দাররুল ইসালা লিছ ছাকাফাতি ওয়া নাছরি ওয়াল ই'লাম, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৩৯৫।
[৫৭] *দীওয়ানু হাসসান ইব্‌ন ছাবিত*, পৃ. ৫৪।
[৫৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯।
[৫৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪।
[৬০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫
[৬১] *তদেব* ।
[৬২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০।
[৬৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০।
[৬৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২১।